এটা প্রথম দেখায় ভালোবাসা নয়; বরং যতই তাকাবে এই ভালোবাসা ততই বৃদ্ধি পাবে–এমন ভালোবাসা।

আমাদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর দম্পতিদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও মমত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পাক। রাসূলের (সা.) প্রিয় উম্মতের মাঝে ভালোবাসা ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক। আল্লাহ তায়ালার ঐশী ভালোবাসা ভরিয়ে তুলুক সবার জীবন। আল্লাহকে ভালোবাসেন–এমন সবার জীবনে আসুক আল্লাহর ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়–আমাদের এমন কাজে নিয়োজিত হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

(শাইখ ইয়াহিয়া ইবরাহিম আধ্যাত্মিকতা এবং কুরআন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি হেজাজ ও মিশর থেকে তাফসির, ফিকহ এবং হাদিস বিষয়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণের কাছে পড়াশোনা করেছেন।

পারিবারিক কলহ, নারীবিদ্বেষ, লিঙ্গবৈষম্য, সন্তান প্রতিপালন, প্রতিবন্ধকতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 'ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি সার্ভিস-অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছেন।

শাইখ ইয়াহিয়া ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং কার্টিন ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি স্কলার হিসেবে ইসলামিক ইথিকস অ্যান্ড থিওলজি পড়াচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি আল-কাউসার ইন্সটিটিউটের সঙ্গেও সম্পৃক্ত আছেন।)

ভালোবাসার আরও কিছু সুন্নাহ

ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই আলি (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর জীবনাচরণের সার্বক্ষণিক সাক্ষী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার সাক্ষী।

রাসূল (সা.) একবার আলি (রা.)-কে এক সফরে পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন পর আলি (রা.) সফর থেকে বাড়ি ফিরে আরক (বৈজ্ঞানিক নাম : সালভাদোরা পার্সিকা) গাছের ছোটো ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতে করতে স্ত্রী ফাতিমা (রা.)-কে খুঁজছিলেন। তিনি ফাতিমা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর প্রিয় কবিতা আবৃতি করছিলেন–

'তুমি বড়ো সৌভাগ্যবান হে ক্ষুদ্র আরক গাছের ডাল,
তুমি আমাকে আলিঙ্গনে ভয় পাচ্ছো না!
তুমি না হয়ে যদি অন্য কিছু হতো হে মেসওয়াক!
আমি তোমাকে খুন করতাম!
তুমি ছাড়া আর কারও সৌভাগ্য হয়নি আমাকে আলিঙ্গনের।'

কবিতা পাঠের সময় আলি (রা.)-এর মনে এক অন্য রকম আনন্দের অনুভূতি কাজ করছিল। এই কবিতা মূলত কোন আনন্দের কারণে আবৃতি করছিলেন? ওই দিন কিন্তু বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য ছিল না। বিশেষ কোনো পশুর লোম বিক্রয়জাতকরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের তাড়াও ছিল না। আবার জনপ্রিয়তা লাভের জন্য জনগণকে সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে যেমন কিছু মানুষের অভিব্যক্তি থাকে, এটি তেমন কোনো অভিব্যক্তিও ছিল না। কেবল আলি (রা.) কয়েকদিনের সফর শেষে বাড়ি ফিরেছিলেন। এখানে তিনি যে শ্রেষ্ঠ অর্জনটিকে স্মরণ করেছিলেন, সেই অর্জন একজন স্ত্রী; যার উপস্থিতি তাঁর মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়, যেকোনো মানুষই যা পেতে চায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন–'এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব বস্তুই মূল্যবান, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান হলো একজন গুণবতী নারী।'

গুণবতী মানে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা সমৃদ্ধ আনুগত্য কিংবা ভক্তি নয়। বরং একদিন রাসূল (সা.) হজরত উমর (রা.)-কে বলছিলেন–'আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, এই পৃথিবীতে একজন মানুষের অর্জিত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু কি? সেটি হলো একজন গুণবতী স্ত্রী; যার দিকে তাকালে তোমার হৃদয়-মন আনন্দে ভরে যায়।'

সত্যিকারের ভালোবাসা

ভালোবাসার আরবি প্রতিশব্দ '(حب) হুব।' এই শব্দটি এসেছে মূল আরবি শব্দ 'হাব' বা 'বীজ' থেকে। শব্দ দুটির অর্থের প্রকৃতি একই রকম। একটি বীজ আক্ষরিক কিংবা আলংকারিক অর্থে ভালোবাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা আসে সেই বীজ থেকে–যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

ভালোবাসা শুরু হয় একটি ক্ষুদ্র কণা বা একটি বীজ থেকে; যা গেঁথে দেওয়া হয়েছে তুমুল আগ্রহী হৃদয়ের ভাঁজের গভীরে। যে বীজ ধারণ করে অপূর্ব সৌন্দর্য। যে বীজে রয়েছে একটি হৃদয়কে সতেজ রাখার মতো পুষ্টিকর উপাদান, চমকপ্রদ স্বাদ, মূল্যবান ভোগ্যপণ্যের মতো সুস্বাদু, আশ্রয় দেওয়ার মতো ছায়া, পুনরুত্থানের শক্তি; যে বীজ সারিয়ে তোলে দীর্ঘলালিত বেদনা।

একবার আল্লাহর রাসূল (সা.) আমর ইবনে আস (রা.)-কে কোনো এক যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বাছাই করলেন। সাহাবিগণের মধ্যে তাঁর চেয়ে আরও অনেক যোগ্য লোকই হয়তো ছিলেন, তারপরও রাসূল (সা.) তাঁকেই বাছাই করেছিলেন। এজন্য তিনি গর্ববোধ করলেন। তিনি সাহাবাগণের একটা সমাবেশে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?' আমর (রা.) ভেবেছিলেন, রাসূল (সা.) হয়তো তাঁর (আমর রা.-এর) নাম বলবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর নাম বললেন। আমর (রা.) তাঁর সেই প্রশ্ন দিয়ে কী ইঙ্গিত করেছিলেন, সে বিষয়ে রাসূল (সা.)-কে ব্যাখ্যা দিলেন। আমর (রা.) বুঝিয়ে বললেন–স্ত্রীদের মধ্যে নয়; সাহাবাগণের মধ্যে তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। রাসূল (সা.) দ্বিতীয়বার জবাবে বললেন–'তাঁর পিতাকে।' অর্থাৎ আয়িশা (রা.)-এর পিতা হজরত আবু বকর (রা.)-কে। আয়েশা (রা.)-এর পিতা হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে উত্তম বন্ধু ও সঙ্গী। কিন্তু তিনি সরাসরি হজরত আবু বকর (রা.)-এর নাম না বলে বললেন, 'তাঁর পিতাকে।' কারণ, তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, আয়িশা (রা.) তখনও তাঁর হৃদয়েই আছেন।

ভালোবাসার সুন্নাহ

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা (রা.)–রাসূল (সা.) যাকে ভালোবেসে ডাকতেন 'হুমায়রা বা গোলাপি চিবুকের নারী'। তিনি যেমন রাসূল (সা.) থেকে ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তেমনি তিনিও রাসূল (সা.)-কে অকাতরে ভালোবেসেছিলেন।

ভালোবাসার সুন্নাহ

আমি প্রায়ই বিবাহিত যুগলদের থেকে কিছু ইমেইল পাই। তারা ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস এবং অসৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইমেইল পাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। উত্তর দেওয়ার সময় বলে দিই–ভার্চুয়াল দূরত্বের মধ্যে কোনো সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিতে আমি সাধারণত আগ্রহ বোধ করি না। কারণ, এটা অনেকটা একপাক্ষিক ব্যাপার হয়ে যায়, মুদ্রার উলটো পিঠ দেখা যায় না। চারদিকে আনুগত্যহীনতা, সহিংসতা এবং ঔদ্ধত্যের লোমহর্ষক সব গল্প। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য–সর্বত্রই এখন মুসলিম জনগোষ্ঠী পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমুখী চাপের সম্মুখীন। এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর কোনো ক্ষেত্রে নেই।

পরিসংখ্যানের তথ্য খুবই ভয়াবহ। ইমামগণের কাউন্সিলিং পদ্ধতিতে রয়েছে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ঘাটতি। মসজিদগুলোকে রাখা হয়েছে চাপের মুখে। ইসলামি ঘরানার বিবাহবিষয়ক কাউন্সিলরগণ এখনও ব্যাপক পরিচিতি পাননি। হাতে গোনা যারা পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের পেশাদারিত্বেও রয়েছে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসহীনতা।

বিবাহবিষয়ক পারিবারিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে–দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসার সুন্নাহ এবং নারীর প্রতি পুরুষের মমত্ববোধ হয় উপেক্ষিত থেকে গেছে, নয়তো লোপ পেয়েছে। যেখানে রাসূল (সা.) এবং তাঁর মহান সাহাবাগণের জীবন সম্পূর্ণ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দিয়ে ভরা, সেখানে আমরা কেবল মুখে মুখেই সত্যিকারের ভালোবাসার কথা বলে গেছি। কিন্তু মহান ব্যক্তিদের জীবনে পারস্পরিক ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করার অসাধারণ দৃষ্টান্ত, তাঁদের বীরত্ব, আনুগত্যের দৃষ্টান্ত, ত্যাগ সর্বোপরি ভালোবাসার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে আমরা উপেক্ষা করে গেছি।

সূচিপত্র

সম্পাদকের চিঠি	১১
ভালোবাসার সুন্নাহ	১৩
বিয়ে : দশ বছরে দশ অনুভূতি	২০
রক্তমাখা বিছানা চাদর	৩০
যৌন আকর্ষণহীন মুসলিম বিবাহ	৩৪
জাবির (রা.)-এর হাদিসে যৌনতা বিষয়ে প্রজ্ঞা	৩৯
যৌন আকাঙ্ক্ষা	৪৭
হস্তমৈথুন থেকে মুক্তি	৫৪
মুসলিম জনগোষ্ঠীতে যৌন আসক্তি	৫৮
একজন সমকামী মুসলিমের কথা : বাস্তবতা অস্বীকার এবং ধর্মীয় বিকৃতি	৬২
মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরকীয়া ও মিথ্যা অপবাদ	৭৮
গোপন বিয়ে	৮৩
দ্বিতীয় সম্পর্কের টান	৮৮
যৌনতাবিষয়ক সমস্যায় পিতা-মাতার করণীয়	৯৭
নারীর যৌনতৃপ্তি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	১০৭
পারিবারিক সম্মতির বিয়ে	১১৬

সম্পর্ক

(ভালোবাসা, বিয়ে ও যৌনতা বিষয়ে সুন্নাহ
নির্ধারিত সতর্কতা ও সীমা)

মূল : মুসলিম ম্যাটার্স

অনুবাদ : মিজান রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস